COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

মম্মট

কাশ্মীরীয় পণ্ডিত রাজানক মম্মটের কাব্যপ্রকাশ (রচনাকাল আনুমানিক ১০৫০- ১০০০ খ্রীস্টাব্দ) অলঙ্কারশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজনপরিচিত গ্রন্থ । কাশ্মীরে জন্ম হলেও শিক্ষাদীক্ষা লাভ হয়েছিল বারাণসীতে । কিংবদন্তী অনুসারে বেদভাষ্যকর্তা উবট ও মহাভাষ্যের টীকাকার কৈয়ট মম্মটের সহোদর ভাই এবং নৈষধচরিতকার শ্রীহর্ষ তার ভাগিনেয় ।

তথ্যসমৃদ্ধ সারগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থরূপে মম্মটের কাব্যপ্রকাশ বিদ্বৎসমাজে অত্যন্ত আদরণীয় । ১০ উল্লাসে বিভক্ত এই গ্রন্থে ১৪৩ টি কারিকা তার বৃত্তি ও উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু বিন্যস্ত । উদাহরণগুলি (মোট ৬২০ টি শ্লোক) প্রায় সবই প্রসিদ্ধ লেখকদের রচনা থেকে সংগৃহীত । ১০ ম উল্লাসের পরিকর অলঙ্কারের পরবর্তী অংশটুকু অল্লট বা অলকসূরির রচনা । কাব্যপ্রকাশে ভরত , পতঞ্জলি , কালিদাস , বাণভট্ট , শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও কবিদের নাম উল্লিখিত এবং ভরত , রুদ্রট , লোল্লট , শঙ্কুক , ভট্টনায়ক , অভিনবগুপ্ত প্রভৃতির মতামত উদ্ধৃত ও আলোচিত । মম্মটের গ্রন্থে অলঙ্কারশাস্ত্রের সর্ববিধ বিষয় সংক্ষেপে সুসংহতভাবে সুবিন্যস্ত এবং সমীক্ষিত । বিদ্যাভূষণ , মহেশ্বর প্রভৃতি টীকাকারগ মনে করেন যে কাব্যপ্রকাশের কারিকাগুলি মৌলিক রচনা নয় , ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে সঙ্কলিত । কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয় ; অর্বাচীন টীকাকারগণও কারিকা ও বৃত্তি উভয় ভাগকে গ্রন্থকারের মৌলিক রচনারূপে উল্লেখ করেছেন । রস , ভাব প্রভৃতি আলোচনায় নাট্যশাস্ত্রের অনেক কারিকা হুবহু গৃহীত হলেও অবশিষ্ট কারিকা প্রায় সবই মম্মটের নিজস্ব রচনা । সাহিত্যসমালোচনায় মম্মটকে ধ্বনিবাদের সমর্থক বলা যায় । তবে অলঙ্কার , গুণ , রীতি , রস প্রভৃতির আলোচনায় নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা পরকীয় মতামতের সারোদ্ধার ও সমালোচনাতেই তার বেশি আগ্রহ । রচনার অল্পকাল পরেই মম্মটের গ্রন্থ সমগ্র ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং অসংখ্য টীকাও (৭৫টির অধিক) রচিত হয় । তন্মধ্যে মাণিক্যচন্দ্রের সংকেত এবং গোবিন্দঠক্কুরের (আনুমানি ১৫ শ শঃ) প্রদীপ টীকা অতি উৎকৃষ্ট ।

বিশ্বনাথ

বিশ্বনাথ কবিরাজ ছিলেন একজন সংস্কৃত আলঙ্কারিক, প্রসিদ্ধ কবি, পণ্ডিত, সুবক্তা এবং কথা সাহিত্যিক। তিনি অলংকারশাস্ত্র বিষয়ক তার শ্রেষ্ঠ কর্ম সাহিত্যদর্পন-এর জন্য আজও বিখ্যাত হয়ে আছেন।

তিনি কলিঙ্গের (বর্তমান উড়িষ্যা) পরপর দু'জন গঙ্গাবংশীয় শাসক– রাজা চতুর্থ নরসিংহ দেব এবং রাজা চতুর্থ নিশঙ্ক ভানুদেবের শাসনামলে সাহিত্যিক উচ্চতায় আরোহণ করেছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখের সঠিক তারিখ না পাওয়া যাওয়ায় এই দুজন শাসকের শাসনামলকে (১৩৭৮–১৪৩৪) বিশ্বনাথের জীবনের খন্ডাংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিশ্বনাথ কবিরাজের বাঙালিত্ব সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ গবেষকের মতে তিনি প্রথমে বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। গবেষকদের মধ্যে তার জীবনকাল আনুমানিক ১৩০০-১৩৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

বিশ্বনাথ কবিরাজ একটি বিখ্যাত পণ্ডিত এবং কবি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা নারায়ণ দাস কলিঙ্গের আরও বড় সংস্কৃত কবি জয়দেব রচিত বৈষ্ণব ঐতিহ্যের সর্বাধিক সুপরিচিত সংস্কৃত রচনা গীতগোবিন্দম্ সম্পর্কে একটি মন্তব্য লিখেছিলেন। নারায়ণ দাসের ভাই চণ্ডীদাসও সংস্কৃত আলংকারিক মাম্মাথার লেখা কাব্যপ্রকাশ-এর উপর মন্তব্য লিখেছিলেন। বিশ্বনাথের বাবা চন্দ্রশেখরও কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন।

বিশ্বনাথ এবং তাঁর পিতা উভয়ই কলিঙ্গের রাজ দরবারে যুদ্ধ ও শান্তি মন্ত্রীর (সন্ধিবিগ্রহিকা মহাপাত্র) উপাধি পেয়েছিলেন।বিশ্বনাথের পুত্র অনন্ত দাসও বিশ্বনাথ কবিরাজের রচিত সাহিত্যদর্পন-এ মন্তব্য ও টীকা লিখেছিলেন।

তিনি ছিলেন বহুমুখী ক্ষমতাসম্পন্ন সাহিত্যিক। নন্দনতত্ত্ব অধ্যয়ন ও গবেষণা ছাড়াও তিনি সাহিত্যের সমস্ত শাখায় - কবিতা, গদ্য, সমালোচনা এবং নাটকে অতুলনীয় অবদান রেখেছেন। তিনি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় সমানভাবে সাহিত্য রচনা করেছেন। মনে করা হয়েছে তিনি প্রায় আঠারোটি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রশস্তি রত্নাবলী নামক একটি কাব্য ষোলটি ভাষায় রচনা করেছিলেন।

তাঁর কয়েকটি প্রধান রচনার মধ্যে রয়েছে চন্দ্রকাল নাটিকা (নাটিকা), প্রভাবতী পরিণয় (নাটক), রাঘব বিলাস (দীর্ঘ কবিতা), রাঘব বিলাপ (কবিতা), কুবলায়স্ব চরিত (প্রাকৃত ভাষার কবিতা), প্রশস্ত রত্নাবলি (ষোলটি ভাষায় রচিত কাব্য), নরসিংহ বিজয় (কবিতা), সাহিত্যদর্শন (অলংকারশাস্ত্র বিষয়ক), কাব্যপ্রকাশ দর্শন (সমালোচনা গ্রন্থ), কামসবাদ (কবিতা), এবং লক্ষ্মীস্তব (স্তব/শ্লোক)।

সাহিত্যদর্পণ বিশ্বনাথের সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা এবং তর্কসাপেক্ষে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র বিষয়ক অন্যতম বিস্তৃত রচনা। অ্যা হিস্ট্রি অফ সংস্কৃত পয়েটিক্স (সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাস) গ্রন্থের লেখক পি ভি কানের মতে, বিশ্বনাথ ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দের আগেই সাহিত্যদর্পণ রচনা করেছেন।

সাহিত্যদর্পণ বইটি পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বেশি পঠিত এবং আলোচিত সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থ। বইটি এখনো বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত আছে।

সাহিত্যদর্পণ বইটি প্রধানত দুটি উপায়ে অলঙ্কারশাস্ত্রের পূর্বের কাজগুলির চেয়ে পৃথক। প্রথমত, প্রথমবারের মতো, এটি একটি গ্রন্থে, শ্রাব্য দিক (কাব্য) এবং (নাট্যকলা) উভয়ই একই সাথে বর্ণিত

হয়েছে । বিশ্বনাথের আগে, আলংকারিকরা তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র একটি দিকেই (কাব্য অথবা নাট্যকলা) সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, যদিও তারা প্রায়ই অন্য দিকটিও উল্লেখ করেছিলেন।

এছাড়াও এই বিষয়টিতে পূর্বের লেখকরা তাদের নিজস্ব চিন্তাচেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু বিশ্বনাথ কবিরাজ ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের সমস্ত ধারা সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন।

সাহিত্যদর্পণ বইয়ে তিনি কবিতার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ অর্থাৎ সরস বাক্যই হলো কাব্য। কবিতার সংজ্ঞা দেওয়ার সময় আধুনিক সমালোচকরা প্রায়ই এই সংজ্ঞাটি ব্যবহার করেন। প্রথম শতাব্দীর পর থেকে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ক্ষেত্রে 'রস' একটি জটিল ধারণা হিসেবে ব্যবহৃত হতো, যাকে শতাব্দী পরে টি এস এলিয়ট 'অবজেক্টিভ করেলেটিভ' বলে অভিহিত করেছেন।

সাহিত্যদর্পণ বইটিতে দশটি অধ্যায় রয়েছে। এগুলো হল কাব্যস্বরূপ, বাক্যস্বরূপ, রস, কাব্যভেদ, ব্যঞ্জনা, দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য, কাব্যদোষ, গুণ, রীতি ও অলঙ্কার। বইটির প্রথম অধ্যায়ে কবিতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাক্য বা রচনা কী তা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এর তৃতীয় এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে - 'রস' সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর মধ্যে রয়েছে ষষ্ঠ (নাট্যকলা সম্পর্কিত অধ্যায়), নবম এবং দশম অধ্যায়। নবম অধায়ে 'রীতি' অর্থাৎ বাক্য শৈলীর সম্পর্কিত আলোচনা এবং দশম অধ্যায়ে বিভিন্ন তত্ব উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করা হয়।

অনেক সমালোচকই সাহিত্যদর্পন বইটিকে একটি মৌলিক রচনা না বলে সংকলন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবুও বইটির কঠোর সমালোচকেরাও সম্মত হন যে এটি নন্দনতত্ব বিষয়ে সর্বাধিক বিস্তৃত কাজ। অনেকেই মনে করেন যে ভারতের বৃহৎ অংশে (কাশ্মীর থেকে দাক্ষিণাত্য) বইটির জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এর সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য রচনাশৈলী।

জগন্নাথ

'ভামিনীবিলাস' নামক গ্রন্থে জগন্নাথ তাহার পৃষ্টপোষক স্বরূপ দিল্লীর যে সম্রাটের উল্লেখ করিয়াছেন , তিনি খুব সম্ভব শাহজাহান (১৬২৮-৫৮) ; ঐ সম্রাটের নিকট হইতে তিনি 'পণ্ডিতরাজ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । উক্ত 'ভামিনীবিলাস' এবং সুপ্রসিদ্ধ 'রসগঙ্গাধর'' নামক গ্রন্থ ছাড়াও তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় – 'আসফবিলাস' , 'জগদাভরণ' ও 'প্রাণভরণ'। তাহার অপর অলঙ্কারগ্রন্থের নাম 'চিত্রমীমাংসান্ডন'।

রসগঙ্গাধর অলঙ্কারশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ। দুর্ভাগ্যের বিষয় , ইহা সম্পূর্ণ আকারে আমাদের নিকট পৌছে নাই । বর্তমানে প্রাপ্ত গ্রন্থখানিতে আছে একটি সম্পূর্ণ ' আনন ' নামক পরিচ্ছেদ ও একখানি অসমাপ্ত অধ্যায় । প্রথম আননে আছে কাব্যের লক্ষণ ও শ্রেণী বিভাগ , রস ও ভাবের আলোচনা , গুণ দশটি

কিম্বা ত্রিবিধ তহার বিচার । দ্বিতীয় আননে আছে ধ্বনির প্রকারভেদ , অভিধা ও লক্ষণা সম্বন্ধে আলোচনা এবং উপমাদি অলঙ্কারের বিবরণ ; অলঙ্কারের সংখ্যা ৭০ বলিয়া উল্লেখ আছে ।

‘ চিত্রমীমাংসাখণ্ডন ' নামক গ্রন্থখানি অপ্পয় দীক্ষিতের ‘ চিত্রমীমাংসা ’ নামক গ্রন্থের সমালোচনা । ইহাও অসম্পূর্ণ আকারে বিদ্যমান ।

অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাসে ‘ রসগঙ্গাধর সর্বশেষ বিখ্যাত গ্রন্থ । ইহার ভাষা জটিল এবং বিচারের ধারা অতি সূক্ষ্ম । তিনি পূর্বসূরিগণের মতের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন ; ইহাদের মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য রুয্যক তদীয় টীকাকার জয়রথ এবং তন্মতানুসারী অপ্পয় দীক্ষিত । চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্যে ও যুক্তির সূক্ষ্মতায় তাহার গ্রন্থ বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । রসগঙ্গাধরে’র নাম হইতেই বুঝা যায় , জগন্নাথ রসবাদী তথা ধ্বনিবাদী সম্প্রদায়ের লেখক । কিন্তু , পদে পদে তাহার স্বাধীন চিন্তার স্বাক্ষর রহিয়াছে । তিনি প্রাচীনতর মতবাদগুলিকে বর্জন করেন নাই । কিন্তু , বিচার - বিশ্লেষণ পূর্বক ঐগুলির সহিত নবীন মতবাদের সঙ্গতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার কাব্যলক্ষণে মৌলিকতা আছে । তিনি বলিয়াছেন — ‘রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্’ । এই সংজ্ঞায় তিনি চির প্রচলিত শব্দ ও অর্থময় কাবাশরীরকে স্বীকার করিয়াছেন । লোকোত্তরচমৎকার অর্থে প্রযুক্ত ‘রমণীয়’ পদটির দ্বারা তিনি কাব্যে রসেরই প্রাধান্য মানিয়া লইয়াছেন । এই সংজ্ঞার যথার্থ প্রতিপন্ন করিতে গিয়া পূর্ববর্তী প্রধান লেখকগণের সংজ্ঞার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন । কাব্যের শ্রেণীবিভাগেও তিনি গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন নাই । এই সম্বন্ধে মম্মট ও বিশ্বনাথের মত ব্যাপকভাবে গৃহীত হইলেও জগন্নাথ স্বীয় স্বতন্ত্র মত লিপিবদ্ধ করতে সাহসী হইয়াছেন । তিনি কাব্যের নিম্নলিখিতরূপ বিভাগ করিয়াছেন : উত্তমোত্তম , উত্তম , মধ্যম ও অধম । এই শ্রেণীবিভাগের মূলে আছে ধ্বনির তারতম্য । তাহার মতে , অধম কাব্যে অর্থচমৎকৃতি গৌণ থাকিয়া শব্দচমৎকৃতি মুখ্যরূপে প্রতিভাত হয় । ইহাতে তিনি চিত্রকাব্যের শব্দ চিত্র ও অর্থচিত্ররূপ দ্বিবিধ ভাগ অস্বীকার করিয়াছেন । আবার বিশ্বনাথ যে চিত্ররচনাকে কাব্য বলিয়াই স্বীকার করেন নাই , এই মতও তিনি সমর্থন করেন নাই । কাব্যের কারণ সম্বন্ধেও তিনি স্বতন্ত্রমত ব্যক্ত করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে , একমাত্র কবিগত প্রতিভাই কাব্যের কারণ । কবির কল্পনায় যে বিচ্ছিত্তিবিশেষ বা বিশিষ্ট সৌন্দর্য অলঙ্কারে আরোপিত হয় , তাহারই ভিত্তিতে অলঙ্কারগুলির মধ্যে পরস্পর ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে । এই বিচ্ছিত্তি শুধু সম্প্রদায়সিদ্ধ নহে , কিন্তু অনুভবসিদ্ধও বটে ।

Ref.

(1) ধ্বন্যালোক।

(২) প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা।

COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

(७)काव्यशास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों कि निरुक्ति।